তারিখ 12 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

সংবাদ

স্কুল কমিটি নিয়ে

প্রধান শিক্ষককে পেটালেন এমপি বাবলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা-৪ আসনের জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার বিরুদ্ধে নির্বাচনী এলাকা শ্যামপুর ধোলাইপাড় স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষককে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল দুপুরে দস্যুর মতো লোকজন নিয়ে এমপি বাবলা প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমানকে কলার ধরে মারধর করেন বলে অভিযোগ করেন স্কুলের অন্য শিক্ষক ও ওই আসনের সাবেক এমপি সানজিদাও। অবশ্য ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে বর্তমানে সংরক্ষিত আসনের এমপি সানজিদা খানমের সঙ্গে বিরোধের জের ধরে এ ঘটনা ঘটে বলে এলাকাবাসী জানান। তবে বাবলার পক্ষ থেকে বলা হয়, তার নির্বাচনী এলাকায় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও স্কুলে ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করছেন সানজিদা। এর প্রতিবাদ জানালে রাতের আঁধারে ম্যানেজিং কমিটি করার কারণ জানতে ওই স্কুলে গেলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমপি সানজিদা।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সহকারী প্রধান শিক্ষক শামীম আরা পারভীন বলেছেন

শিক্ষককে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

শিক্ষককে : পেটালেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দলবল নিয়ে দুপুরে স্থানীয় এমপি প্রধান শিক্ষকের কক্ষে আসেন। সংসদ সদস্য নিজেই প্রধান শিক্ষক আতাউরের কলার চেপে ধরেছিলেন। ওই সময় তার পাশে ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলামও। এ অবস্থা দেখে ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে তাদের লোকজন (বাবলার) তাকে তার অফিসে আটকে রাখে। এ সময় বাবলার সমর্থকরা স্কুলের সামনে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে এমপি সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা সংবাদকে জানান, তার নির্বাচনী এলাকার শ্যামপুরের ধোলাইপাড় স্কুল অ্যান্ড কলেজের নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমানকে তাগিদ দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী অভিভাবকদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে কমিটি গঠন না করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান নওগাঁর থেকে সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি সানজিদাকে নিয়ে রাতের আঁধারে একটি কমিটি গঠন করেন। কয়েকদিন আগে স্কুলের অভিভাবকরা এ বিষয়ে তার কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগের বিষয়ে কয়েকজন অভিভাবক ও স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা কাউন্সিলর হাবুসহ শিক্ষকের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। সেখানে কমিটি গঠনের বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে না পারায় অভিভাবকরা উত্তেজিত হন। শিক্ষককে মারধর করা হয়নি। এগুলো অপপ্রচার।

সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি সানজিদা খানম সাংবাদিকদের, 'বাবলা ও তার সমর্থকরা ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে মারধর করে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তারা স্যাবোটাজ করার জন্য জয় বাংলা বলে স্লোগানও দিচ্ছিল। ঘটনাটি জানতে পেরে পুলিশ নিয়ে সেখানে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ওই শিক্ষককে মুক্ত করি।

এলাকাবাসী ও পুলিশের সূত্র জানায়, দুই এমপির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের জের ধরে এক এমপির নেতৃত্বে মারপিট করা হলো স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। যাকে মারধর করা হয়েছে তার বিরুদ্ধেও নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান এমপির নির্দেশনা উপেক্ষা করে ওই প্রধান শিক্ষক সাবেক এমপি সানজিদা খানমের কথায় উঠে বসে। তার কথামতো ম্যানেজিং কমিটি করে স্কুল পরিচালনার চেষ্টা করছেন। এ কারণেই ওই শিক্ষককে মারধর করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, দোলাইরপাড় স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদে সভাপতি পদে আছেন সানজিদা খানম। এখন ওই পদটি পেতে চাইছেন বাবলা।

প্রধান শিক্ষক আতাউর সাংবাদিকদের বলেন, 'এমপি (বাবলা) দস্যুর মতো দলবল নিয়ে তার রুমে প্রবেশ করে। এরপর তার উপস্থিতিতে ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম তার কলার চেপে ধরেন। অন্যরা আমার মাথায়, মুখে, ঘাড়ে কিল-ঘুষি মারতে থাকে।' সংসদ সদস্য মেরেছে কিনা প্রশ্ন করলে কোন কথা না বলে চুপচাপ থাকেন প্রধান শিক্ষক।

শ্যামপুর থানার ওসি আবদুর রাজ্জাক সংবাদকে বলেন, ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে বর্তমান এমপি সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা ও সাবেক এমপি সানজিদার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এ বিরোধের জের ধরে গতকাল ওই স্কুলে উত্তেজনা তৈরি হয়। উত্তেজনার খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রধান শিক্ষক বা অন্য কাউকে মারধরের কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আজ বিকেলে এ বিষয়ে একটি মিটিং হবে। ওই মিটিংকে দুই পক্ষের লোকজন উপস্থিত থাকবেন।